ফুলমণি

কাবেরী চক্রবর্তী

চেপে চেপে ঘর মুছছে ফুলমণি। খানিকটা মুছেছে, কোমর ঘুরিয়ে বালতির জলে ধুয়ে নিচ্ছে ন্যাতা, আবার মুছছে।

চ্যাটার্জী সাহেব ঠিকই বলেছেন, ভরাট কোমর, অথচ একেবারে মেদহীন ফিট বডি। ঘরমোছা খুব ভাল ব্যায়াম। কোমরে অতখানি মোচড় দিতে হলে আমাদের ঘরের মেয়েরা স্পন্ডেলাইটিস বাধিয়ে বসবে।

বাইরের ঘর মোছা হয়ে গেল, এবার জল পালটে এই ঘর মুছতে আসবে। শুয়ে শুয়ে ওর ঘর মোছা দেখতে বেশ লাগছে।

কি গো দাদাবাবু, উঠবেনি?

এই শুরু হল, এখন নিজেও বকবে, আমাকেও বকাবে। একটা বড় হাই উঠে এল, তাড়া কিসের, একটাই তো ছুটির দিন।

তা বলে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমুবে? এতখানি বেলা হল, তোমার কি খিদেও পায়না?

আজকাল আমাকে বড় শাসনে রাখে ফুলমণি।

এখন তো বারোটাও বাজেনি। খাব তো সিদ্ধভাত।

কেন? একটু মাছ এনে ঝোল রাঁধতি পারনি? ক'দিন আগেই অসুখ গেল, এমন করলি শরীল টিকবে?

দিন কয়েক আগে আমার জ্বর হয়েছিল। দু'দিন অফিস যাইনি, দুম করে চ্যাটার্জী সাহেব এসে হাজির। যেন সরেজমিন তদন্তে এসেছে। এসেই হম্বি - তম্বি, একটা মোবাইল নাও চন্দ্র, এভাবে আমাকে হ্যারাস হতে হল...

তখনই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুলমণি, আমার জন্য রুটি তরকারি বানাচ্ছিল, ওকে দেখে বসের ঠোঁটে সেলোটেপ।

ফুলমণি বলল, চা খাবেন, বাবু?

তুমি বানাবে? তা বানাও।

এক গাল হাসি সাহেবের মুখে। ফুলমণি চা করতে গেল। উনি আমার দিকে চোখ নাচিয়ে বললেন, বেশ রসেবশেই তো আছ দেখছি। জ্বরের আর দোষ কি বল, এমন সেবা পেলে কি সহজে যেতে চায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, আমাকেও মাঝে মধ্যে ধার দিতে পার, আমিও একদম একা।

খুব রাগ হচ্ছিল আমার। ওঁর আন্ডারে কাজ করি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন, যা নয় তাই বলবেন? যতক্ষণ ফুলমণি ছিল একটাও কথা বলিনি। উনিও সুরুৎ সুরুৎ করে চা খেতে খেতে চকচকে চোখে বসে ফুলমণিকে পরীক্ষা করলেন। শেষে যাবার সময় বললেন, রাগ করলে নাকি ভায়া, আরে তুমি তো একজন অ্যাডাল্ট পুরুষমানুষ, না হয় একটু রসিকতাই করলাম। এখানে তো আমি তোমার বস নই।

বেরোনোর সময় একটা চোখ কুঁচকে বললেন, মহিলাকে কিন্তু সত্যিই আমার পছন্দ হয়েছে, ফিগার খানা যা, জিভে চক করে একটা শব্দ করে বললেন, খেলবে ভাল।

সন্ধেতে ঘরে আচো তো?

ফুলমণির কথায় চমক ভাঙলো, কেন?

আজ ভাল বই, উত্তম - সুচিত্রা।

তাই বল, সেজন্যই এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছিল।

কি চন্ডিকা?

ও কিছু নয়, তুমি এসো আমি বাড়িতেই থাকব।

এ এক অলিখিত চুক্তি। আমি একা থাকি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ফুলমণি আমার কিছুটা দেখভাল করে। জ্বর হলে যেমন খাবার বানিয়ে দেয় তেমনি প্রতি রবিবার আমার এখানে টিভি দেখা ওর বাঁধা। বিকেল চারটের মধ্যে পাঁচ বাড়ি কাজ সেরে ফুলমণি এসে হাজির হবে। যে সিনেমাই হোক। নিবিষ্ট মনে বসে বসে দেখবে। আমি কখনো দেখি না, না হয় ঘুমোই। লাভের মধ্যে আমাকে চা করে খাওয়ায়, কখনো মুড়ি মেখে দেয়।

নাম ফুলমণি হলেও চেহারা কিন্তু মোটেই ফুলের মতো নয়। আমার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, আমি অবশ্য মাত্র পাঁচ দেড়। ফুলমণির হাতে কব্জি, কাঁধ বেশ চওড়া, শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। কেমন তক্তপোষের মতন, বাহার নেই কিন্তু মজবুত। চ্যাটার্জী সাহেব কি যেন শব্দটা ব্যবহার করলেন...ইস্, লোকটার মুখে কোন লাগাম নেই...

তবে উনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

আমি শ্রী চন্দ্রশেখর বসু। কোনমতে হায়ার সেকেন্ডারীর বেড়া টপকে পড়াশুনা স্টপ। মা বাবাও বোধহয় আগামী অনিশ্চয়তার কথা উপলব্ধি করেই ফটাফট দু'জনে উপরে চলে গেলেন।

কিছুদিন টাইপ-শর্টহ্যান্ড, কিছুদিন নির্মলদার কাছে টিভি সারানোর ট্রেনিং, কিন্তু কোন কিছুতেই ঠিক সুবিধা হল না। আসলে আমার মধ্যে একটা অনীহা কাজ করে। দিদিরা ঠিকই বলে, আমি অলস। না ঠেললে আমাকে দিয়ে

কাজ করানো সম্ভব নয়। নেহাত মেজদির মামাশ্বশুর তার বন্ধুর কোম্পানীতে এই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিলেন, কোনমতে বেঁচে বর্তে আছি। বাড়ি ভাড়া আর গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যা থাকে, ফুলমণির রোজগারের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ হবে না। ফুলমণির মতন ঝি পাওয়া তো আমার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার।

আজ বেগুনী ভেজেছে ফুলমণি। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে ফুলমণি মুড়ি বেগুনী খাচ্ছে আর উত্তম - সুচিত্রার 'সপ্তপদী' দেখছে।

আর আমি ওকে দেখছি। আগে দেখতাম না। এখন দেখছি। চ্যাটার্জী সাহেব দেখানোর পর থেকে দেখছি।

হঠাৎ কথা বলার প্রবল ইচ্ছে হল।

তুমি তো আরাম করে ঘরে বসে টিভি দেখছ। বাইরে এত বৃষ্টি পড়ছে, তোমার বর এখন কোথায়, বাড়িতে?

হুঃ কোথায় বসে মদ গিলচে দেক, বেহুঁশ হলি তবে বাড়ির কতা মনে পড়বে।

তোমার বর যে হারে মদ খায়, এরপর কোনদিন লিভার পচে মরেই যাবে।

গেলে যাবে।

কিন্তু তখন তোমার কি হবে?

কি আবার হবে, যেমন গতর খেটে খাই, তেমনি খাব।

আহা, তোমার দুঃখ হবে না।

মরে যাই, ওই মদখোর বুড়োর জন্য দুঃখ করতে আমার বয়েই গেছে।

তার চেয়ে এক কাজ কর না।

কি? তোমার বরটাকে ছেড়ে দাও। আমাকে বিয়ে কর।

ফুলমণি আমার দিকে কটাক্ষ হেনে এবার সিনেমায় মন দিল।

আমি আজ মরিয়া, বস যাই ইঙ্গিত করুক, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কোন নোংরামিতে নেই। বললাম, আমার বসেরও তোমাকে পছন্দ। সেদিন এসেছিলেন না? বলছিলেন তোমার কথা, উনি তো আবার বিধবা, মানে বউ মারা গেছে। সেদিন জ্বরের সময় আমার অত সেবা যত্ন করেছিলে দেখে দুঃখ করছিলেন।

ওনাকে বিয়ে করলে তোমাকে এমন বাড়ি বাড়ি কাজ করতেও হবে না।

আর তোমাকে বে করলি?

ফুলমণি এবার এদিকে মুখ ফিরিয়েছে, অর্থাৎ মনযোগ দিচ্ছে আমার কথায়।

আমাকে বিয়ে করলে, আমি শালা এই চাকরিটাই ছেড়ে দেব। তবে তোমার কোন লোকসান হবে না। তুমি তো তোমার বরকে পুষছোই, আমার খরচ আরও কম। কোন নেশা নেই, তোমাকে ধরে ঠাঙাবও না।

তা তোমাকে বে করলিই তো লাভ বেশি। আমার খাটুনি কমবে, বড়লোক হব।

ফুলমণির গলায় কৌতুক। আমিও উদাস।

তাহলে তাই কর, তোমার যদি মন চায়। আমি ওনার সঙ্গে কথা বলি। আসলে আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় আমাকেই ভালবাস।

ফুলমণি বেশ টেনে টেনে বলল, তাঃআ বাসি। তাছাড়া তোমার ওই মেজাজী বড়বাবুকে কে বে করবে, ওর তো মেয়েমানুষের দোষ আচে।

যাঃ, এটা তুমি কি করে ভাবলে?

আন্‌জাদে!

ফুলমণি 'আন্দাজ'কে 'আন্‌জাদ' বলে, আগে অনেক চেষ্টা করেছি শোধরানোর, আজ কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছে না।

সাগ্রহে উঠে বললাম, তাহলে আমাকেই বিয়ে করছ!

ফুলমণি এবার হো হো করে হেসে উঠল।

আমি দমে গেলাম, এতে হাসির কি হল?

ওর হাসি তবু থামে না। পেটে হাত চেপে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, তোমাকে বে করব? বলেই আবার হাসি।

অনেক্ষণ বাদে হাসি থামিয়ে বলল, তুমি আমায় বে করবে?

কিন্তু দাদাবাবু, মদ না খেলি কি মেয়েমানুষ পেটান যায়?

পাঁচ বাড়ি কাজ করি, রাতে পেটাই না হলি গতরে ব্যাতা বেদ্‌না মরবে নি গো।